সংবাদ

তারিখ ... 24 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ...

হলের দাবিতে জবি শিক্ষার্থীরা গতকাল পুরান ঢাকায় সড়ক অবরোধ করে কাফনের কাপড় নিয়ে বিক্ষোভ করে —সংবাদ

জবির হলের জন্য

কাফনের কাপড় পরে আন্দোলনে শিক্ষার্থীরা

এক ঘণ্টা তালাবদ্ধ ভিসি : সড়ক অবরোধ

জবি প্রতিনিধি

চকবাজারের সাবেক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জমি চেয়ে জগন্নাথ বিশ্ব?বিদ্যাল?য়ে (জবি) শিক্ষার্থীরা কাফনের কাপড় পরে আন্দোলনে নেমেছেন। গতকাল পূর্বঘোষিত ছাত্রধর্মঘট পালনের সময় সাদা কাপড় গায়ে পেঁচিয়ে আন্দোলনে নামেন তারা। আন্দোলন চলাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের তালা দিয়ে দেন শিক্ষার্থীরা। ওই ভবনের দ্বিতীয় তলায় ভিসি দফতরসহ প্রধান প্রশাসনিক দফতরগুলো অবস্থিত। এতে প্রায় এক ঘণ্টা তালাবদ্ধ থাকেন জবি ভিসি অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান। এছাড়া, অধিকাংশ বিভাগের শ্রেণীকক্ষেও তালা দেন শিক্ষার্থীরা। এতে কার্যত স্থবির হয়ে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম। এদিকে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী মিছিল নিয়ে রায়সাহেব বাজারে সড়ক অবরোধ করে। সকাল ৮টার দিকে শিক্ষার্থীরা জবি কাফনের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

কাফনের : কাপড়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শহীদ মিনারের সামনে জড়ো হতে থাকেন। সেখান থেকে সাড়ে ৮টার দিকে মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করেন এবং বিভিন্ন বিভাগের শ্রেণীকক্ষে তালা লাগিয়ে দেন। এতে কোন বিভাগের ক্লাস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। মিছিল নিয়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় পৌনে ৯টার দিকে তারা এ ভবনেও তালা লাগিয়ে দেয়। ওই ভবনের দ্বিতীয় তলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি দফতর, ট্রেজারার দফতর এবং জনসংযোগ দফতর অবস্থিত। নিচ তলায় রেজিস্ট্রার দফতর, প্রক্টর দফতর এবং অর্থ ও হিসাব দফতর অবস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গুরুত্বপূর্ণ ভবনে তালা দেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। এক ঘণ্টার বেশি সময় পর শিক্ষার্থীরা সেখান থেকে চলে গেলে তালা ভেঙে দেয় প্রশাসন।

এ বিষয়ে জবি প্রক্টর ড. নূর মোহাম্মদ বলেন, বেশিক্ষণ তালা দেয়া ছিল না। শিক্ষার্থীরা চলে গেলেই তালা ভেঙে দেয়া হয়েছে। তিনিও শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পক্ষে। তবে শিক্ষার্থীরা যেভাবে আন্দোলন করছে তাতে বিপরীত ফল আসতে পারে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এদিকে ১০টার দিকে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাসের বাইরে যায়। মিছিলটি রায়সাহেব বাজারে পৌঁছালে সেখানে পুলিশের লোহার ব্যারিকেডের সামনে পড়েন শিক্ষার্থীরা। তবে ব্যারিকেড ভেঙে শিক্ষার্থীরা তাঁতীবাজারের দিকে অগ্রসর হন। তাঁতীবাজারে আরও একটি লোহার ব্যারিকেড দিয়ে শিক্ষার্থীদের থামিয়ে দেয় পুলিশ। পরে রায়সাহেব বাজারে ফিরে এসে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে থাকেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন। এতে তাঁতীবাজার থেকে সদরঘাট পর্যন্ত এলাকা যানশূন্য হয়ে পড়ে। হেঁটে চলাচল করতে দেখা যায় হাজার হাজার মানুষকে। এ সময় কয়েকজন শিক্ষার্থী সাদা কাপড় গায়ে জড়িয়ে আন্দোলন করেন। এছাড়া, মাথায় সাদা কাপড় বেঁধে মিছিলে অংশ নেন বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী। দুপুর আড়াইটার দিকে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে ফিরে যান। অর্থনীতি বিভাগের হারুন বিশ্বাস নামে এক শিক্ষার্থী বলেন, জবির অধিকাংশ শিক্ষার্থী মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান। মেস ভাড়া করে থাকতে তাদের অনেক কষ্ট হয়। তিনি আরও বলেন, ২০১৪ সালে মেস ভাড়া ও ভর্তির টাকা জোগাড় করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অষ্টম ব্যাচের এক শিক্ষার্থী। সরকার জবিকে হল না দিলে এভাবেই হয়ত আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারেন শিক্ষার্থীরা। তাই প্রতীকী হিসেবে কাফনের কাপড় গায়ে জড়িয়েছেন তারা।

আন্দোলনকারীরা বলেন, ২ আগস্ট থেকে সাবেক কারাগারের জমির দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন শিক্ষার্থীরা। তবে সরকারের পক্ষ থেকে কোন আশার বাণী দেয়া হয়নি। প্রধানমন্ত্রী সামান্যতম আশ্বাস দিলে তারা ক্লাসে ফিরে যাবেন। গতকাল বিকেলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, শিক্ষার্থীদের হলের দাবিতে আন্দোলনের ২২তম দিন চলছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কাছ থেকে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য শোনা যায়নি। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের উপর কোন প্রকার আস্থা রাখেন না শিক্ষার্থীরা। এমতাবস্থায়, প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সুস্পষ্ট ঘোষণা ব্যতীত আন্দোলন থেকে পিছপা হবে না তারা। আজ ছাত্র ধর্মঘট পালন করবেন শিক্ষার্থীরা।